দৈনিক ইত্তেফাক

27

13 MAR 1996

খোলাবাজারে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী দেশব্যাপী ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের প্রাপ্যতার সমস্যা নিরসনকল্পে সরকার উক্ত দুই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মুক্ত বাজারে ছাপানো ও প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই পদক্ষেপের ফলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ক্ষেত্রে যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আশু সমাধান হইবে বলিয়া সরকার আশা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই সরকারের পক্ষ হইতে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ছাপানো ও প্রকাশনায় আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর সাথে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

পাঠ্যপুস্তক নিয়া ঝক্কি-ঝামেলা প্রতি বছরই পোহাইতে হয় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের। এই নিয়া পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হয় না। বিশেষ করিয়া বিনা মূল্যের বই নিয়া হাঙ্গামা এবং তাহা নিয়া সংবাদপত্রে লেখালেখি তো রুটিনে পরিণত হইয়াছে। তবে চলতি বছর বিশেষ করিয়া ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নিয়া যাহা হইয়া গেল তাহা এক কথায় অকল্পনীয় ও লজ্জাজনক। শিক্ষা বছরের সাড়ে চার মাস অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পরও উক্ত দুই শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে পাঠ্যপুস্তক নাই। বাজারে বইয়ের আকাল। যেসব ভাগ্যবান (!) ছাত্র-ছাত্রী বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহারাও সংগ্রহ করিয়াছে বেশী দামে।

শিক্ষা বছরের সাড়ে চার মাস গত হইয়াছে অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই নাই। সরকারের নূতন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হইতে নিশ্চয়ই আরও কিছু সময় লাগিবে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের আরও বেশ কিছুদিন লেখাপড়া বাদ দিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। শিক্ষার্থীদের উক্ত ক্ষতির জন্য কাহারা দায়ী? কাহাদের গাফিলতি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের এমনধারা অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলিয়াছে? সরকার সব দোষ চাপাইয়া দিয়াছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির উপর। সরকারের বক্তব্যঃ সমিতিকে যথাসময়ে মিল রেটে কাগজ সরবরাহ করা হইলেও সীমিতসংখ্যক প্রকাশক ও প্রিন্টার্স-এর হাতে উক্ত সমিতি বই প্রকাশনার কাজ সীমিত রাখায় বাজারে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ সরকারেরই ভাষ্য অনুযায়ী চলতি শিক্ষা বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় লাগিয়াছে উক্ত সমিতিকে পাঠ্যপুস্তকসমূহের পজিটিভ সরবরাহ করিতে। পজিটিভ ও কাগজ সরবরাহ করার পরও [illegible]রে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট [illegible] দায়-দায়িত্ব হয়তবা সমিতির উপরই বর্তাইবে, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, মার্চ মাস পর্যন্ত যে ছাত্র-ছাত্রীরা বই পাইল না ইহার জন্য কে দায়ী? নিঃসন্দেহে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড। এই অভিমত অভিজ্ঞ মহলের।

সে যাহাই হউক, দেরীতে হইলেও বর্তমান কেয়ারটেকার সরকার ৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সংকট নিরসনের যে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই অনেকে মনে করেন। আশা করা যায় যে, ইহাতে শীঘ্রই পাঠ্যপুস্তক সংকটের সমাধান হইবে এবং ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের হয়রানির অবসান ঘটিবে। তবে এইক্ষেত্রে একটি বিষয় খেয়াল রাখিতে হইবে যে, খোলা বাজারে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে যাহাতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বাধা হইয়া না দাঁড়ায়। যত তাড়াতাড়ি উক্ত সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছাইবে, ততই মঙ্গল।